গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১০৩.২০-১৮

তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪২৭ ব.
১১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ **কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৮৪/২০২০ (রিট পটিশন নং-১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪, তারিখ: ০৬/০৫/২০১০ খ্রি.
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২০৯, তারিখ: ৩১/০৫/২০১০ খ্রি.
(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২২৯, তারিখ: ১৬/০৬/২০১০ খ্রি.
(৪) টিএমইডি'র স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.০৬.০০৯.১৯-১২৬, তারিখ: ২৩/১০/২০১৯খ্রি.
(৫) টিএমইডি'র এমপিও শাখার স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.১৪৩.৩১.০০৩.১৯-০৭, তারিখ: ০৭/০১/২০২০খ্রি.
(৬) টিএমইডি'র এমপিও শাখার স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.০৬.০৯৯.১৯-১৫৮, তারিখ: ১৭/০৮/২০২০খ্রি.
(৭) ডিটিই'র স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.২০.৩৯৫.২৩৮৫, তারিখ: ২৮/১২/২০২০খ্রি.
(৮) অধ্যক্ষ, ধানশাইল টেকনিক্যাল এন্ড বি.এম কলেজ-এর স্মারক নং- ধাটেবিএমক/ঝিনাই/শের/২০১৯/৫৭(২), তারিখ: ৩১/৭/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ০৬.০৫.২০১০ তারিখের সূত্রোক্ত (১) নং এবং ৩১.৫.২০১০ তারিখের সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকমূলে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলাধীন ধানসাইল টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজেটি নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৬/৬/২০১০ তারিখের সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও তালিকা থেকে বাতিল করা হয়। ফলে উক্ত কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো: আবু জাফর কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন ২৯৯০/২০১১ করা হয়।

৩। উক্ত রিট পিটিশন ২৯৯০/২০১১ মামলায় গত ০৭.৪.১১ খ্রি. তারিখের মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত রায়/আদেশের শেষাংশ নিম্নরুপ:

We are of the view that since the name of the petitioner's college was elisted in the list of MPO by the respondent-government having fulfilled the requirement as such without giving any reason its name cannot be excluded in violation of the principle of natural justice. As such, justice will better be served by giving direction upon the respondents to enlist the name of the pettiners college in the list of MPO within a period of 90 (ninety) days from the date of receipt of the copy of this judgment and order provided the college fulfills the requirements as provided in the "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা"published on 04.02.2010. With the above observations and direction this application is disposed of.

৪। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১০৮৩/১৪ দায়ের করা হলে আপীল বিভাগ কর্তৃক ১৪/১১/১৬ তারিখে নিম্নরুপ রায় ঘোষণা করা হয়-

The leave petition is out of time by 1061 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the Civil Petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation." ফলে রিট মামলায় প্রদত্ত রায় বহাল ও বলবৎ রয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট সময়ের ১০৬১ দিন পর আপিল দায়ের হওয়ায় সরকার পক্ষের আপিল খারিজ হয়।

৫। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় এবং আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলাধীন ধানসাইল টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটি এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ দাবীদার (জনাব লোকমান হোসেন) কর্তৃক গত ৩১/০৭/১৯ তারিখে সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন করা হয়।

৬। ইতোমধ্যে আবেদনকারীর অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে TMED কর্তৃক গত ২৩/১০/১৯ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে প্রকাশিত এইচএসসি বি.এম প্রতিষ্ঠানের তালিকার ২৫৯ নং ক্রমিকে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলাধীন ধানশাইল টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটি এমপিও তালিকাভুক্ত করা হয়।

৭। অত:পর উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নাম টিএমডি কর্তৃক ২৩/১০/১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং ২৫৯ থেকে প্রত্যাহার করে মহমান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের রায় কার্যকরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ দাবীদার (জনাব লোকমান হোসেন) কর্তৃক গত ২৪/১০/১৯ খ্রি. তারিখে একই সাথে সচিব, টিএমইডি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বরাবর আবেদন করা হয়।

৮। কিন্তু ২৩/১০/১৯ তারিখে টিএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং-২৫৯ তে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কেন বা কি কারণে প্রত্যাহার করা হবে সে বিষয়ে অধ্যক্ষ দাবীদার (জনাব লোকমান হোসেন) কর্তৃক কোন ব্যাখ্যা/তথ্য প্রদান করা হয়নি।

৯। উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় (টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৯ তারিখে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং- ২৫৯ তে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রত্যাহার না করায়) পিটিশনার কর্তৃক রিট পিটিশন নং-২৯৯০/২০১১ ও সিপি নং-১০৮৩/২০১৪ মামলার রায়ের আলোকে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা দাবী করে মহামান্য হাইকোর্টে পুনরায় রিট পিটিশন নং-১৩২১০/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়।

১০। রিট পিটিশন নং-১৩২১০/২০১৯ মামলাটি মহামান্য আদালত কর্তৃক গত ২৭/১১/২০১৯ তারিখে শুনানী অনিষ্পন্ন রেখে পিটিশনার কর্তৃক ২৪/১০/১৯ খ্রি. তারিখে ১নং রেসপনডেন্ট (সচিব, টিএমইডি) বরারব দাখিলকৃত আবেদনটি বিধি মোতাবেক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি এক অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়।

১১। অত:পর পিটিশনার কর্তৃক গত ২৪.১০.১৯ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নাম টিএমইডি হতে ২৩/১০/১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং ২৫৯ থেকে প্রত্যাহারসহ মহমান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় উপমন্ত্রী বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের ওপর মতামত প্রদানের জন্য এ বিভাগের এমপিও শাখা হতে ০৭/১/২০২০ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে আইন শাখাকে অনুরোধ জানানো হয়।

চলমান পাতা নং-০২

১২। এমপিও শাখার ইউ.ও নোটের প্রেক্ষিতে মামলার রায়ের আলোকে এমপিওভুক্ত করলে মার্চ/২০ হতে (যেহেতু আদালত কর্তক কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি) এমপিও করা যেতে পারে এবং টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৯ তারিখে সুত্রোক্ত (৪) স্মারকমূলে প্রকাশিত তালিকায় অনুযায়ী এমপিও করলে (উক্ত স্মারকে নির্দেশিত সুবিধা অনুযায়ী এমপিও করা হবে মর্মে) ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা/অসুবিধা উল্লেখ করে জটিলতা এড়ানোর জন্য টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং-২৫৯ অনুযায়ী বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করার পক্ষে আইন শাখা হতে মতামত প্রদান করা হয়।

১৩। আইন শাখার উক্ত মতামতের পরবর্তীতে আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে দাখিলকৃত ৮৭টি রিভিউ আবেদন পর্যালোচনা করে মোট ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির বিষয়ে এ বিভাগের এমপিও শাখা হতে সিদ্ধান্ত দিয়ে ১৭/৮/২০২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়।

১৪। ফলে গত ২৪/১০/১৯ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় (টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৯ তারিখে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ক্রমিক নং- ২৫৯ হতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রত্যাহার না করায়) পিটিশনার জনাব লোকমান হোসেন, অধ্যক্ষ, ধানসাইল টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং-১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলায় জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, সচিব, টিএমইডি-কে ১নং এবং জনাব মো: সানোয়ার হোসেন, ডিজি, ডিটিইসহ মোট ০৩ (তিন) জনকে কনটেম্পটনর রেসপনডেন্ট করা হয়েছে।

১৫। গত ০৯/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে মহামান্য আদালত কর্তৃক শুনানী শেষে রিট পিটিশন নং-২৯৯০/২০১১ ও সিপি নং-১০৮৩/২০১৪ মামলার রায়/আদেশ বাস্তবায়ন না করায় কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; সে মর্মে প্রতিপক্ষগণকে ০৭/১২/২০২০খ্রি. তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১৬। অত:পর জনাব লোকমান হোসেন কর্তৃক (নিজেকে অধ্যক্ষ দাবি করে) অধ্যক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও দায়েরকৃত কনটেম্পট পিটিশন নং- ৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং- ১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলায় ধানশাইল টেকনিক্যাল এন্ড বি.এম কলেজ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর এর শিক্ষক-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতা না থাকার বিষয়টি সচিব টিএমইডিসহ মহামান্য আদালতকে অবহিতকরণের নিমিত্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষ (জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন) কর্তৃক আবেদন দাখিল করা হয়।

১৭। জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক ২৮/১২/২০খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

(ক) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন ২০১১ সন হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে এবং গত ১৮/৭/১৯খ্রি. তারিখ হতে পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

(খ) যেহেতু জনাব লোকমান হোসেন ২০১১ সন হতে অদ্যাধি (ভারপ্রাপ্ত বা পূর্ণাঙ্গ কোন ভাবেই) ধানশাইল টেকনিক্যাল এন্ড বি.এম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন না সেহেতু নিজেকে অধ্যক্ষ দাবী করে কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং- ১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলা দায়ের করা দ্বারা জনাব লোকমান হোসেন জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(গ) উল্লেখ্য যে, টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৯ তারিখে প্রকাশিত এমপিও তালিকার বিষয়ে রিভিউ আবেদনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে এমপিও শাখা হতে ১৭/৮/২০২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে জারীকৃত পত্রের সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও কমিটি কর্তৃক একমত পোষণ করেছেন বিধায় এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে জনাব লোকমান হোসেন কর্তৃক দায়েরকৃত কনটেম্পট পিটিশন নং- ৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং- ১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলাটি চলমান থাকা উচিত নয় মর্মে জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন।

১৮। সে সাথে কনটেম্পট পিটিশন নং- ৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং- ১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলাটি দায়েরে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনাব লোকমান হোসেন এর অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করে ডিটিই কর্তৃক ২৮/১২/২০২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৭) নং পত্রে জানানো হয়েছে যে, চেয়ারম্যান, বিটিইবি এবং ডিজি, ডিটিই'র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গত ১৩/৭/২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত ও মনোনীত হন। উক্ত অধ্যক্ষকে নিয়োগের বিষয়টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩১/৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকমূলে ডিটিই-কে অবহিত করা হয়।

১৯। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কনটেম্পট পিটিশন নং- ৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং- ১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলায় কনটেম্পট পিটিশনার কর্তৃক উত্থাপিত উপরি-উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনাকরত: পরবর্তী নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডিটিই কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২০। এক্ষণে কনটেম্পট মামলার বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন-

(ক) যেহেতু জবাব (compliance report) দাখিলের সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে সেহেতু কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৮৪/২০২০ (রিট পিটিশন নং-১৩২১০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) মামলায় জবাব (compliance report) দাখিল হয়েছে কিনা?

(খ) জবাব (compliance report) দাখিল না হয়ে থাকলে জরুরিভিত্তিতে অনুচ্ছেদ নং-(১৭) এর ক-গ এ উল্লিখিত বিষয়াদি জবাবে উল্লেখপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব (compliance report) দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা.

(গ) যেহেতু রিট পিটিশনার, কনটেম্পট পিটিশনার বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট (অধ্যক্ষ বা অন্য কোন পদবীতে) নয় এবং যেহেতে টিএমইডি এর সিদ্ধান্তের (এমপিও বিষয়ে) সাথে বর্তমানে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও কমিটি কর্তৃক একমত পোষণ করা হয়েছে সেহেতু এ বিষয়টি কনটেম্পট আদালতের নোটিশ এ নেয়া;

(ঘ) প্রয়োজনে মহামান্য আদালতে সময় বৃদ্ধির আবেদন করা;

(ঙ) সচিব মহোদয় কর্তৃক ওকালতনামায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা;

(চ) কনটেম্পট আদালতের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা এবং হালানাগাদ তথ্যাদি টিএমডিকে অবহিত করা;

২১। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মতে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে তথ্য (প্রমাণকসহ) আগামি ২৫/০১/২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হল।

(মাহমুদুর রহমান)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। *অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।*
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

F:\Akram Work\Letter\Letter-2017-18-20.docx